দৈনিক
আমাদের সময়

01 SEP 2016
তারিখ ... 02 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

আবু নাসার উদ্দিন

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন প্রসঙ্গে

একজন মানুষের সারাজীবনের অর্জিত শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হলে মানুষের মানবীয় গুণাবলির উৎকর্ষ সাধিত হয়, তার শিক্ষার ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত হয়। যদি সেই শিক্ষাটি অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করা যায় তাহলে শিক্ষাটি আরও পরিপক্কতা পায়। কারণ অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা অনেকটা বাস্তবসম্মত। আর বাস্তবতাবিবর্জিত শিক্ষা মূলত অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষা। শিক্ষার ফল সুমিষ্ট হবে যদি সেটি বাস্তবসম্মত হয়।

আমাদের দেশে অতীতে অনেক ভালো শিক্ষক, অভিজ্ঞ শিক্ষকের নাম আমরা শুনে থাকি। বর্তমানে এই ধরনের নাম খুব কম শোনা যায়। এর বড় কারণ শিক্ষা কিছুটা বাণিজ্যিকীকরণ করা হয়েছে। এখানে অভিজ্ঞতা অর্জনের চেয়ে অর্থ উপার্জনের দিকে ঝোঁক বেশি মনে হচ্ছে। আর সে কারণে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় মারাত্মকভাবে মেধাশূন্যতা দেখা দিচ্ছে। এই বাণিজ্যিক মনোভাব পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে একটি কথা না বললেই নয়, দেশে একেবারেই অভিজ্ঞ শিক্ষক নেই সেটা বলা যৌক্তিক হবে না। কারণ এখনো কিছু শিক্ষক আছেন যারা প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ভালো করছেন। তার লব্ধ অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে দিচ্ছেন শিক্ষার্থীদের মাঝে। তবে এর সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। সংখ্যা যাই থাকুক এটিকে বাড়ানো প্রয়োজন। সেটি বাড়াতে গেলে সরকার, সামাজিক বা ব্যক্তিগত কিছু উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা যদি বর্তমানে সেই উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থ হই তবে একদিন এর চরম মূল্য দিতে হবে। সে কারণেই কালিহাতীতে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা করা হয়। পরবর্তীকালে এটি সফল হলে উপজেলা পরিষদ এগিয়ে আসে এবং উপজেলা পরিষদের ১৯নং মাসিক সভায় (২৫-১১-২০১৫) দুই লাখ টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। প্রকল্পটির নাম প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, যা বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা একটি অভিজ্ঞতালব্ধ ও বাস্তবসম্মত শিক্ষা লাভ করবে এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

পদ্ধতি

কালিহাতী উপজেলায় ১৭২টি সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এসব বিদ্যালয়ে অনেক ভালো শিক্ষক আছেন যারা ইতোমধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে এবং জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। সেসব শিক্ষক এবং আরও কিছু বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্যানেল প্রস্তুত করা হয়। পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক প্রতিটি বিদ্যালয়ের দুর্বল শিক্ষকের তালিকা করা হয়। এরপর উপজেলায় ৪০-৪৫ জন শিক্ষকের একটি করে ব্যাচ করা হয়। প্রতি ব্যাচে বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ ঘটিয়ে দেওয়া হয়। অভিজ্ঞ শিক্ষকরা তাদের অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা তুলে ধরেন কীভাবে শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করা যায় বা শিক্ষা প্রদানে উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। দিনব্যাপী এই অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে শিশুদের কীভাবে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো যায়, কীভাবে ঝরে পড়া রোধ করা যায়, নৈতিকতা শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা বা কর্মমুখী শিক্ষা, উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান কীভাবে করা যায় তার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়।

প্রতি বিষয়ে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাই করে একটি সঠিক বা যুক্তিসঙ্গত শিক্ষা পদ্ধতি বাছাই করা এবং পরবর্তী সময়ের জন্য করণীয় নির্দিষ্ট করা। বাস্তবায়নের জন্য পরবর্তীকালে সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ক্লাস্টারভিত্তিক সেগুলো মনিটরিং করবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভালো শিক্ষককে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা থাকবে।

একজন শিক্ষকের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে গেলে তা আর কখনো হারিয়ে যাবে না। এর মাধ্যমে একটি বিকশিত জাতি গঠিত হবে, যা আমাদের সবার প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক হবে।

সুবিধাসমূহ

এর মাধ্যমে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা বাড়বে। সব শিক্ষক তাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবেন। শিক্ষকদের শিক্ষা প্রদানের আগ্রহ বাড়বে। উপজেলায় কর্মরত সব শিক্ষকের ভেতর শিক্ষা প্রদানে ভালো প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে। ছাত্রছাত্রী অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সংস্পর্শে এসে ভালো জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবে। সর্বস্তরের শিক্ষক এবং ছাত্রদের মাঝে জ্ঞানের সমতা আসবে। সর্বোপরি পরবর্তী প্রজন্ম সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

একজন শিক্ষকের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে গেলে তা আর কখনো হারিয়ে যাবে না। এর মাধ্যমে একটি বিকশিত জাতি গঠিত হবে, যা আমাদের সবার প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক হবে।

লেখক : প্রশাসনিক কর্মকর্তা